উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট
Unnayan O Shikkha Proshar Trust
ঠিকানা: ৭২ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর - ১০, ঢাকা - ১২১৬, বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৭৩১-৫৮৬৩৬৩
ই-মেইল: usptrust01@gmail.com

বার্ষিক প্রতিবেদন:
১ জানুয়ারি - ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট
শিক্ষা বান্ধব সহায়তা প্রকল্প (শিবাস)
Shikkha Bandhob Sahayta Prakalpa

৭২ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর - ১০, ঢাকা - ১২১৬, বাংলাদেশ।
ই-মেইল: usptrust01@gmail.com
মোবাইল: ০১৭৩১-৫৮৬৩৬৩

ভূমিকা: উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। পিছিয়ে পড়া শিশুদের ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন-এর অধীনে মিরপুরের ২ ও ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কয়েকটি বস্তি স্থাপনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করে আসলেও "শিবাস প্রকল্প" নিয়ে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন নিয়ে কাজ করে আসছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ট্রাস্ট কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করে এবং ০৯ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে এনজিও ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন লাভ করে যার নিবন্ধন নাম্বার ৩০৭৯ যা ২০৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নবায়িত ও অনুমোদন প্রাপ্ত।

শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সভা ও অভিভাবক সভার মাধ্যমে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্পনসরশিপ শিক্ষা সহায়তা, শিশু শ্রম ও শ্রম বিষয়ক সেমিনার ও সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রতিবন্ধিদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিভিন্ন সহায়তা, কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতনতা মূলক সভার আয়োজন করা। কার্যত এগুলো বিগত বছরের ন্যায় বাজেট বা আর্থিক অপ্রতুলতা বা স্বল্পতার কারণে সচেতনতামূলক কার্যক্রমের দ্বারা উপকারভোগীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে- যার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর সাথে স্থানীয় জনসম্পৃক্ততা, জন-প্রতিনিধি ও বিভিন্ন কমিউনিটির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং তা বিদ্যমান রয়েছে।

সংস্থার ধরণ: উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রাসার ট্রাস্ট একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক, সেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা। Unnayan O Shikkha Proshar Trust is a non-political, non-profit, voluntary development organization.

সংস্থার রুপকল্প (Vission): বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত সকল শিশু ও নারী তাদের জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

সংস্থার অভীষ্ট লক্ষ্য (Mission): সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশুদেরকে তাদের জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রদান করা।

শিবাস প্রকল্পের লক্ষ্য (Goal of the Project):
সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

শিবাস প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ:

১. সুবিধাবঞ্চিত ও সমাজের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা ও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি।
২. যে সকল শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে নানাবিধ কারণে ঝরে পড়েছে, তাদের পুর্নবার শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।
৩. সমাজের পিছিয়ে পড়া শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার মানসম্মত মৌলিক শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করে এবং তাদের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মূলস্রোতধারায় সংযুক্ত করার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।
৪. পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং শিশুর প্রতি বন্ধুসুলভ আচরণ ও তাদের সামাজিক ও সুনাগরিক হওয়ার গুণাবলী এবং সর্বজনীন দৃষ্টি ভঙ্গি অর্জন এবং শিখন শেখানো প্রক্রিয়ার উন্নয়ন এবং শিক্ষা কেন্দ্রে সে অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা।
৫. স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতায় বিদ্যালয়সমূহকে চলমান ও সক্রিয় রাখা।
৬. যে সমস্ত শিশুদের বয়স ৪ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে এবং শহরের বস্তিতে বসবাস করে, তাদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
৭. শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র থেকে শিক্ষার্থীরা পঞ্চম শ্রেণি উর্ত্তীন হওয়ার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করার প্রয়োজনীয় উদ্দ্যোগ গ্রহণ ও সহায়তার মাধ্যমে পড়াশুনার সুযোগ দেওয়া।
৮. জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, দেশ প্রেম ও মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভালবাসতে সহায়তা করা।

শিক্ষা কার্যক্রম:
" সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।"
প্রকল্পের লক্ষ্য, সংস্থার কর্ম-এলাকায় সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা এবং নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে সকল শ্রেণি পেশার মানুষ একত্রে কাজ করা, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং আলোচনা ও প্রয়োজনীয় সহায়তার মাধ্যমে কার্যকর নেতৃত্ব গঠন, বাস্তবায়ন ও লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করা।

প্রকল্পের কর্মসূচিসমূহ :

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা
২. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
৩. স্পনস্রশীপ কার্যক্রম (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষা সহায়তা প্রদান)

১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল "শিক্ষা বান্ধব সহায়তা প্রকল্প" (শিবাস)-এর মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে ২০১৬ সাল থেকে কাজ করে আসছে। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন-এর বস্তি সমুহে বসবাসরত সমাজের পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষা এবং আনন্দময় শিখন পরিবেশে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষাভিমুখি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঘাসফুল শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্রে প্রাক-প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করা হয়েছে।

এভিনিউ ৫-এর আনিস মিয়ার বস্তি স্থাপনায় প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে দু'টি শিফট-এ বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ৬১ জন। বর্তমানে সে সকল শিক্ষার্থীরা প্রথম শ্রেণিতে চলমান রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ঝরে পড়ার হার ০%।

২. প্রাথমিক শিক্ষা (উপানুষ্ঠানিক):

সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বস্তিতে বসবাসরত পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট জাতীয় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার এবং নিজস্ব পাঠদান রীতিনীতি ও কৌশল অবলম্বন করে প্রায় ১৭ বছর ধরে পিছিয়ে পড়া শিশুদের শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার উন্মেষ ঘটিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। চাহিদা মাফিক অনুদান পেলে ভবিষ্যত এ ঢাকা উত্তর সিটির বিভিন্ন বস্তি স্থাপনায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির শিক্ষার প্রসার এবং তাদের জীবন-মান উন্নয়নে কাজ করার পরিকল্পনা ও সক্ষমতা রয়েছে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল শিক্ষা বান্ধব সহায়তা (শিবাস) প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন পল্লবী থানার সেকশন ১১ এলাকাস্থ এভিনিউ ৫-এর আওতাধীন মাদবরনগর বস্তি এবং সেকশন - ১২, নিউ কুর্মিটোলা বিহারী ক্যাম্প ও টেকেরবাড়ি বস্তিসমূহে ০৪ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৮ টি শাখায় প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে মেয়ে: ১২৯ জন ছেলে: ৯৯ জন মোট ২২৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা করেছে। জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ২৯৮ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যথাক্রমে প্রাক-প্রাথমিক-সহ ১ম, ২য়, ৩য় , (৪র্থ-০) ও ৫ম শ্রেণিতে চলমান বা বিদ্যমান রয়েছে। ঝরে পড়ার হার ০%।

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে (উপানুষ্ঠানিক) শিক্ষার্থীদের তথ্য ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ:

এলাকা	ওয়ার্ড	শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ও শিফট সংখ্যা	শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থী সংখ্যা							উপস্থিতির হার	মন্তব্য
			প্রাক-প্রাথমিক ২ টি	প্রথম ২ টি	দ্বিতীয় ২ টি	তৃতীয় ০ টি	চতুর্থ ২ টি	পঞ্চম ২ টি	মোট শিফট ১০ টি	৮৮%	
পল্লবী থানার সেকশন -১১,১২	২,৩	কেন্দ্র ৫ টি শিফট ১০টি	মেয়ে: ২৬ ছেলে: ৩৫	মেয়ে: ৪১ ছেলে: ৩০	মেয়ে: ৩৭ ছেলে: ৩০	০০	মেয়ে: ২৫ ছেলে: ২০	মেয়ে: ২৬ ছেলে: ১৯	মেয়ে: ১৫৫ ছেলে: ১৩৪		
			মোট: ৬১	মোট: ৭১	মোট: ৬৭	০০	মোট: ৪৫	মোট: ৪৫	মোট: ২৮৯		

প্রাক-প্রাথমিক বার্ষিক মূল্যায়ন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

মূল্যায়ন ছক	ডিসেম্বর			
(নোট: ক = ৯০%+, খ = ৮০-৮৯%, গ = ৮০% এর কম)	ক	খ	গ	মোট
১. নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়	৪৫	৮	৫	৫৮
২. ব্যায়াম, খেলাধূলা ও দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকান্ডে আনন্দের সাথে অংশগ্রহণ	৪২	১১	৫	৫৮
৩. বন্ধু ও সমবয়সীদের সাথে মিলেমিশে চলতে পারে	৪০	১৩	৫	৫৮
৪. আত্মসচেতন ও আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন (যেমন - নিজের দায়িত্ব পালন করে,কথা দিয়ে কথা রাখে, ব্যবহারে মান-অপমান বোধের পরিচয় দেয়	৪০	১৩	৫	৫৮
৫. জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিশ্রদ্ধাশীল (যেমন- শ্রদ্ধা ভরে জাতীয় সংগীত গায়, দেশীয় পোশাক	৪৫	৮	৫	৫৮
৬. স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথোপকথোনে অংশগ্রহণ করে এবং আদেশ, অনুরোধ ও নির্দেশনা বুঝেতে পারে	৪০	১৩	৫	৫৮
৭. চারু ও কারুর কাজে আগ্রহী (পাতা, কাঠি, কাগজ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানানো)	৪৭	৬	৫	৫৮
৮. সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে (গল্প, অভিনয়, ছড়া, কবিতা, গান ও নাচ) আগ্রহী	৪৭	৬	৫	৫৮

৯. বিদ্যালয় ও শ্রেণি কক্ষের পরিবেশ রক্ষায় যত্নশীল	৪০	১৩	৫	৫৮
১০. সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহার করে (যেমন-টিভি, ফ্যান, ফ্রিজ,মোবাইল ফোন ইত্যাদির উপকারীতা বোঝে)	৪৭	৬	৫	৫৮
১১. স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন সম্পর্কে জানে ও অভ্যাস করে (যেমন-হাত ধোয়া, দাঁত মাজা,খাবার ঢেকে রাখা, ফলমূল ধুয়ে খাওয়া ইত্যাদি)	৪৭	৬	৫	৫৮
১২. নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত জীবনযাপনের ব্যপারে সচেতন ও তা অনুশীলন করে	৪৫	৮	৫	৫৮
১৩. সংখ্যা গণনা করতে পারে ও লিখতে পারে (জানুয়ারি - জুন মাস ১ থেকে ১০ এবং জুলাই থেকে ২০ পর্যন্ত)	৪৭	৬	৫	৫৮
১৪. পড়তে ও লিখতে পারে (মে - সেপ্টেম্বর বর্ণ এবং অক্টোবর থেকে দুই বা তিন বর্ণের ছোট ছোট সরল পরিচিত শব্দ)	৩৫	১৮	৫	৫৮
১৫. এক অঙ্কের দুইটি সংখ্যার যোগ ও বিয়োগ যার ফলাফল দশের বেশি নয় তা করতে পারে (অক্টোবর মাস থেকে)	৩৫	১৮	৫	৫৮

প্রতি চার মাস পর পর সার্বিক মূল্যায়ন: এপ্রিল মাস ক খ গ আগস্ট মাস (সঠিক বক্সে টিক দিন) ক খ গ ডিসেম্বর মাস ক খ গ

১ম, ২য় , ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বার্ষিক মূল্যায়ন ফলাফলু ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ:

শ্রেণি	মোট শিক্ষার্থী	অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থী	A+: 5.0	A: 4.0	A-: 3.5	B: 3.0	C: 2.0	D: 1.0	F: 0.0	Abs -ent	Total student	মন্তব্য
১ম	৭১	৬৮	৩৯	১২	৮	৪	৪	১	০	৩	৭১	৯ জন গ্রামে গিয়েছে তাই মূল্যায়নে অংশ গ্রহণ করতে পারেনি।
২য়	৬৭	৬২	১২	১৮	১১	৮	৬	৭	০	৫	৬৭	
৩য়	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	
৪র্থ	৪৫	৪৫	০	৬	৬	৬	৮	১৭	২	০০	৪৫	
৫ম	৪৫	৪৪	৪	১৪	৬	৬	৮	৫	১	১	৪৫	
মোট	২২৮	২১৯	৫৫	৫০	৩১	২৪	২৬	৩০	৩	৯	২২৮	

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রমিক নং	সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড									পাশের হার (%)	মন্তব্য
			A+	A	A-	B	C	D	F	Total Pass	Total		
১	২০১৭	৫৫	০	৬	১৯	১২	১১	১	৬	৪৯	৫৫	৮৯	
২	২০১৮	১৮০	২	৫৩	৪০	২৯	২৭	১	২৮	১৫২	১৮০	৮৪	
৩	২০১৯	১১০	১৭	৬৪	১১	১১	৬	১	০	১১০	১১০	১০০	
৪	২০২০	৬৫	০	০	০	০	০	০	০	৬৫	৬৫	১০০	অটো পাশ
৫	২০২১	৫৯	২৩	১৭	১০	৫	১	১	০	৫৭	৫৭	১০০	শিবাস স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
৬	২০২২	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	৫ম শ্রেণি ছিল না
৭	২০২৩	৪৪	৪	১৪	৬	৬	৮	৫	১	৪৩	৪৪	৯৮	শিবাস স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
মোট		৫১৩	৪৬	১৫৪	৮৬	৬৩	৫৩	৯	৩৫	৪৭৬	৫১১	৯৫	

২০১৮ সালে বিহারী সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী বেশি ছিল যাদের বাংলা ভাষায় দক্ষতা কম থাকার কারণে বেশির ভাগ বাংলা বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে।

৩. স্পনসরশিপ:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর উদ্দেশ্য হলো- বাংলাদেশ সরকারের ২০৪১ সালের লক্ষ্য অর্জন ও বাস্তবায়ণে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠিকে মাধ্যমিক শিক্ষায় নিয়ে এসে তাদের দক্ষ মানব সম্পদে রুপান্তরিত করা। বর্তমানে বাংলাদেশ স্বল্পন্নোত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। তাই বাংলাদেশের এ সাফল্য ধরে রেখে ও এগিয়ে নিতে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের ৫ম শ্রেণি থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট (ইউএসপিটি) শিবাস প্রকল্পের মাধ্যমে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি এবং এসএসসি পর্যন্ত স্পন্সরশীপ কর্মসূচীর আওতায় মাধ্যমিক শ্রেণিতে ২০২৩ ইং সালে ১১৫ জন মেয়ে ও ৭০ জন ছেলে সহ ও মোট ১৮৫ জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বপ্ন পূরণে সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে যেমন, শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন, পরীক্ষার ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, ফরম ফিলাপ ও শিক্ষা উপকরণ ইত্যাদি।

২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষায় মেয়ে ১৪ জন ও ছেলে ১৩ জন মোট ২৭ জন আলহাজ্ব আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়ত প্রদান করা হয়েছে।

স্পন্সরশীপ কর্মসূচীর আওতায় শ্রেণি ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য -২০২৩: (মাধ্যমিক স্কুল)

শ্রেণি	জানুয়ারি মাসের শুরুতে শিক্ষার্থী সংখ্যা			ডিসেম্বর মাসের শেষে শিক্ষার্থী সংখ্যা			ড্রপ আউট সংখ্যা	মন্তব্য
	বালিকা	বালক	মোট	বালিকা	বালক	মোট		
৬ষ্ঠ	০০	০০	০০	৫	৪	৯	০০	
৭ম	৩৫	২২	৫৭	৩৭	২২	৫৯	০০	
৮ম	১৯	৬	২৫	২২	৬	২৮	০০	
৯ম	৩০	২৬	৫৬	৩১	২৬	৫৭	০০	
১০ম	২২	১১	৩৩	২০	১২	৩২	০০	
এসএসসি	১৪	১৩	২৭	১৪	১৩	২৭	০০	
মোট	**১২০**	**৭৮**	**১৯৮**	**১২৯**	**৮৩**	**২১২**	০০	

বার্ষিক মূল্যায়ন: মাধ্যমিক (স্পন্সরশিপ) স্কুলগুলোর পূর্বের গ্রেডিং পদ্বতি পরিবর্তিত হয়ে নৈপুণ্য অ্যাপে সূচক পদ্বতি ব্যবহার করে বার্ষিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। ওয়েব সাইট থেকে ফলাফল প্রিন্ট করা সম্ভব হয় নাই। তাই ফলাফল দেওয়া সম্ভব হলো না।

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষার ফলাফল ২০১৭-২০২৩

ক্রমিক নং	সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড									পাশের হার (%)	মন্তব্য
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F	Total		
১	২০১৭	১৮	০	৪	১	৪	৬	০	১৫	৩	১৮	৮৩	
২	২০১৮	৩০	১	২	১	৫	১৪	১	২৪	৬	৩০	৮০	
৩	২০১৯	৩১	০	৪	৪	৫	১১	৩	২৭	৪	৩১	৮৭	
৪	২০২০	২৬	০	০	০	০	০	০	২৬	০	২৬	১০০	অটো পাশ
৫	২০২১	৫৪	০	৮	১২	১৭	১২	৩	৫২	২	৫৪	৯৬	স্ব স্ব স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
৬	২০২২	৫২	০	২	৭	৯	১৪	২০	৫২	০	৫২	১০০	স্ব স্ব স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে
৭	২০২৩	২৫	নৈপুণ্য অ্যাপে সূচক পদ্বতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়েছে।						২৫	০	২৫	১০০	স্ব স্ব স্কুলে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মোট		**২৩৬**	**১**	**২০**	**২৫**	**৪০**	**৫৭**	**২৭**	**২২১**	**১৫**	**২৩৬**	৯২	

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০১৮-২০২৪

সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	গ্রেড								Percentage	মন্তব্য
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F		
২০১৮	২৬	২৬	০	৮	১১	৩	১	০	২৩	৩	৮৮%	
২০১৯	২৫	২৫	০	৭	৭	৫	৩	০	২২	৩	৮৮%	
২০২০	১৩	১৩	০	১	৫	৫	২	০	১৩	০	১০০%	

২০২১	২১	২১	১	২	১	৫	৭	০	১৬	**৫**	৭৬%	
২০২২	২৫	২৫	১	১২	৪	৪	০	০	২১	**৪**	৮৪%	
২০২৩	৩২	২৭	০	২	৬	৮	৮	০	২৪	**৩**	৮৯%	
২০২৪	৩৩	৩৩	২	৩	১১	৪	৬	০	২৬	**৭**	৭৯%	
মোট ২০১৮-২০২৪	১৭৫	১৭০	৪	৩৫	৪৫	৩৪	২৭	০	১৪৫	**২৫**	৮৬%	

এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল ২০২০-২০২৩

ক্রমিক নং	সাল	শিক্ষার্থী সংখ্যা	গ্রেড								পাশের হার (%)
			A+	A	A-	B	C	D	Total Pass	F	Total
১	২০২০	১৩	০	১	৫	৫	২	০	১৩	০	১৩	১০০
২	২০২১	২১	১	২	১	৫	৭	০	১৬	৫	২১	৭৬
৩	২০২২	২৫	১	১২	৪	৪	০	০	২১	৪	২৫	৮৪
৪	২০২৩	৬	১	০	১	২	০	০	৪	২	৬	৬৭
মোট ২০২০-২০২৩		**৬৫**	**৩**	**১৫**	**১১**	**১৬**	**৯**	**০**	**৫৪**	**১১**	**৬৫**	৮৫

দিবস উদযাপন:

শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এবং উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মার্তৃভাষা দিবস পালন করেছে। সকল শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী, সিএমসি সদস্য ও অভিভাবকবৃন্দ একুশে ফেব্রুয়ারি দিবসটিতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধার সাথে আলহাজ্ব আব্বাস উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় ও সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের শহীদ মিনারে ফুলেল শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম দিন ও জাতীয় শিশু দিবস:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০৩তম জন্ম দিন ও জাতীয় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সিএমসি, শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক (অবসর প্রাপ্ত), অফিস কর্মী ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর শিশু শৈশব ও কৈশরের জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশুরা শিশুতোষ ছড়া, নাচ, গান, পাঠ্যপুস্তক থেকে কবিতা আবৃত্তি করেছে। নির্বাহী সদস্য মি: জনেশ লোটন রায়-এর মাধ্যমে টিএমসি সংগঠন থেকে ৩০১ পিছ জ্যাকেট শিশুদের মাঝে বিতরণ করা হয়। সংগঠনের নির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক জ্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে। টিএমসি-এর ফরমেট অনুযায়ী বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি এবং ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাদের কাছ থেকে সন্তোষজনক পত্র পাওয়া গিয়েছে।

মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস:

২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী, অভিভাবক, সিএমসি সদস্য উপস্থিত ছিলেন। দিবসটি উদযাপনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সঙ্গিত পরিবেশন, ছবি আঁকা, দেশাত্ববোধক গান, ছড়া গান, কবিতা আবৃত্তি করা হয়। অনুষ্ঠানে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন, শ্রদ্ধা নিবেদন এবং মোনাজাত করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গুত্ববরণকারি ও আহত বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং বীরাঙ্গনাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয় এবং তাঁদের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া মোনাজাত করা হয়।

নারী দিবস:

আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। লিঙ্গতায় কোনো বৈষম্য নয়, সমতায় অভিগমন। নারী দিবস নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাধারণ পরিষদ-এর সদস্য জনাব: কেরামত আলী, অফিস কর্মীগণ নারী কর্মী ও শিক্ষকদের ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

মে দিবস:

১৯৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটে ন্যায্য মজুরি এবং দৈনিক আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে অনেক শ্রমিক হতাহত হন। আর এরপর থেকেই এই দিনটি পালিত হয়ে আসছে মে দিবস বা শ্রমিক

দিবস হিসেবে। মূলত সেই ঘটনার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের ইতিহাসে একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন হিসেবে পালন করা হয় এই দিবসটিকে। মে দিবসে সরকারি ছুটি থাকে অন্তত ৮০টি দেশে। এর মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট অনলাইনে শিক্ষক ও কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সাহাদাৎ বার্ষিকী পালন:

আগস্ট মাস শোকের মাস। বাংলাদেশের ইতিহাসে এ দিনটি স্মরনীয়। এই দিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্ব পরিবারে হত্যা করা হয়। তাই উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রাসর ট্রাস্ট এর শিক্ষার্থীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবনী নিয়ে আলোচনা এর আত্মার চির শান্তি কামনা করে দোয়ার আয়োজন করা হয়। দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।

সাক্ষরতা দিবস:

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস মূলত জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা বা ইউনেসকো-ঘোষিত একটি আন্তর্জাতিক দিবস। ১৯৬৬ সালের ২৬ অক্টোবর ইউনেসকোর সাধারণ সম্মেলনের ১৪তম অধিবেশনে ৮ সেপ্টেম্বর তারিখকে ' আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৭ সাল থেকে জাতিসংঘ এই দিবসটি পালনের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতি বছরই ধারাবাহিকভাবে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। দিবসটির লক্ষ্য ব্যক্তি, সম্প্রদায় এবং সমাজের কাছে সাক্ষরতার গুরত্ব তুলে ধরা। বর্তমানে জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্র এ দিবসটি উদযাপন করে থাকে।

শিবাস শিক্ষা কেন্দ্রে সাক্ষরতা দিবস নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভায় দেখা যায় সমাজ ও দেশের উন্নয়নে নারীরা বিশাল ভুমিকা রাখছেন। প্রত্যেক পরিবার তাদের মেয়ে ও ছেলে সন্তানদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার আহবান জানান। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে।

বিশ্ব শিশু দিবস:

সারা বিশ্বে শিশুদের অধিকার সুরক্ষিত করতে পালন করা হয় এই দিনটি। প্রতি বছর ২০ নভেম্বর এই দিনটি গোটা প্রথিবীতে উদযাপন করা হয়। শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাই অভিববকদের যত্ন , শিক্ষা ও স্বাস্থ্য তাদের অন্যতম অধিকার। কিন্তু নানা কারণে বিশ্বের সব শিশু সেই সুযোগ সুবিধা পায় না। অতি অল্প বয়সেই অনেকে স্কুল থেকে ঝরে পড়ে। কভিডের পর যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তাই তাদের প্রাথমিক অধিকারের কথা মনে করিয়ে দেয় বিশ্ব শিশু দিবস।

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করে।

শিক্ষক দিবস:

৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস। অনলাইনে শিক্ষকবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও আলোচনার মাধ্যমে দিবসটি উদযাপন করা হয়।

শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস:

শিক্ষার্থীদের সাথে বুদ্ধিজীবী দিবস নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ১৪ ডিসেম্বর শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উদযাপন করা হয়।

বিজয় দিবস:

১৬ ই ডিসেম্বর শিক্ষার্থীদের সাথে ছবি আঁকা ও বিজয় দিবস সম্পর্কে রচনা লেখার মাধ্যমে বিজয় দিবস উদযাপন করা হয়। রচনা লেখা ও ছবি আঁকা শেষে শিক্ষার্থীদের টিফিন বক্স ও জ্যামিতি বক্স বিতরণ করা হয়।

বই উৎসব:

থানা শিক্ষা অফিস থেকে যথা সময়ে বই সংগ্রহ করা হয়। ১ জানুয়ারি সকল কেন্দ্রে উপস্থিত সকল শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে বই উৎসব পালন করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

ছাত্রছাত্রীদের পড়ালেখায় মনোযোগ আর্কষণ এবং ভালো ফল লাভে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে ৬ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ পেয়ে সকল শিক্ষকগণের শিখন শেখানো দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রশিক্ষক এর কেন্দ্র পরিদর্শন:

১ জুন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রশিক্ষক কেরামত আলী কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং লেখাপড়ার মান উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন। গণিত বোঝানোর সময় বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করে ছোট ছোট অংক গুলো আগে ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা সহজে অংক বুঝতে পারবে। তিনি নিজে জ্যামিতির ক্লাস উপস্থাপন করেন। জ্যামিতির ক্লাস উপস্থাপনে তিনি স্কুল ঘরের দরজা, জানালা, দেয়াল এসব ব্যবহার করেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে বাস্তব উপকরণ ব্যবহারের ওপর জোর দেন।

নির্বাহী পরিষদ-এর সভা:

নির্বাহী পরিষদ-এর সভা এবং বোর্ড অব ট্রাস্টি সভা পরিকল্পনানুযায়ী ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি সভায় প্রায় সকল সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সম্মানিত সদস্যগণের উপস্থিতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় সহায়তার মাধ্যমে সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান

সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহযোগী ভূমিকার জন্য সম্পাদক/ সাধারণ সম্পাদক সম্মানিত নির্বাহী পরিষদ এবং বোর্ড অব ট্রাস্টি সদস্যদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞ জানান।

মাসিক কর্মী সভা:

পরিকল্পনানুযায়ী ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষক সভা ও রিফ্রেসার্স:

পরিকল্পনানুযায়ী জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাসে ১১টি শিক্ষক সভা ও রিফ্রেসার্স এবং শিবাস সহায়িকা নিয়ে ১ টি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ের এনজিও সমন্বয় সভা:

অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যলয়ের এনজিও সমন্বয় সভায় অনলাইনে অংশগ্রহণ করা হয়। শিবাস প্রকল্প কর্মক্রম- শিক্ষা ও আর্থিক অগ্রগতি মাসিক প্রতিবেদন জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত জেলা প্রশাসক মহোদয়ের কার্যালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সংগঠনের সভায় অংশগ্রহণ:

১. ঢাকা আহছানিয়া মিশন কর্তৃক আয়োজিত স্থানীয় এনজিও সমূহের সমন্বয় সভায় উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের অংশগ্রহণ ও মতবিনিময়।

২.টেকেরবাড়ি প্রতিবেশি উন্নয়ন কমিটি ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ ও অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সহযোগীতায় "টেকেরবাড়ি মহল্লাকে বর্জ্যমুক্ত ঘোষনা" অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা হয়েছে।

৩. উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্য। সেপ্টেম্বর মাসে গণসাক্ষরতা অভিযানের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত এবং সংগঠনের অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

স্পনসরশিপ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ:

স্পনসরশিপ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় অভিভাবকগণ নিজ নিজ শিক্ষার্থীদের প্রতি খেয়াল ও খোঁজ-খবর নিবেন। তাছাড়া প্রতিমাসের টিউশন ও অন্যান্য ফি নিয়মিত জমা দিবেন। বাল্য বিবাহ, জেন্ডার বৈষম্য, শিশুশ্রম ও মেয়েদের পড়াশুনায় অগ্রাধিকার দিবেন। স্পনসরশিপ মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সহকারি প্রধান শিক্ষক ও শ্রেণি শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান, উপস্থিতিসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা এবং উন্নয়ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা ও সচেতনতামূলক সভা ৩টি এবং ২টি অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা (সিএমসি):

কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ২০টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যা এ বছরের জন্য পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

অভিভাবক সভা:

অভিভাবক সভা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১২০টি সভা অর্জিত হয়েছে।

শিশু অধিকার ও শ্রম বিষয়ক সেমিনার: (অভিভাবকদের)

শিশু অধিকার ও শিশু শ্রম বিষয়ে অভিভাবকদের সচেনতা বৃদ্ধি করণের লক্ষ্যে উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট একটি সেমিনারের আয়োজন করেন। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট এর প্রোগ্রাম উপদেষ্টা শিশু অধিকার ও শিশু শ্রম এর কুফল নিয়ে আলোচনা করেন। শিশুদের কাজে দিতে অনুৎসাহিত করেন। নির্দিষ্ট বয়সের আগে শিশুকে কাজে দিলে শিশুর লেখাপড়া ও স্বাভাবিক বিকাশে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

উক্ত সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ২ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলরের সম্মানিত সচিব মহোদয়, ইউএনডিসি কমিটির সভাপতি, সেক্রেটারি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি, অন্যান্য এনজিও স্কুলের শিক্ষকগণ ও উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টের কর্মীবৃন্দ। (সেমিনারে ৫৫ জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন।)

কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতনতামূলক শিক্ষা (বাল্য বিবাহ, যৌতুক, জেন্ডার বৈষম্য)

কিশোরী অভিভাবকদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় শিক্ষার্থীদের বাল্য বিবাহের কুফল, যৌতুকের কুফল ও জেন্ডার বৈষম্যের কুফল নিয়ে আলোচনা করা হয়। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। তাই আমরা নিজেরা যৌতুক নেব না এবং অন্যদেরও যৌতুক থেকে বিরত থাকতে সচেতন করব। সভাটি পরিচালনা করেন ইউএসপিটি এর চেয়ারপারসন নিশাত জাহান রানা। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা চলাকালে শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যার কথা উঠে আসে। যেমন- অর্থনৈতিক কারণে বাবা-মা লেখাপড়া করাতে চান না, পারিবারিকভাবে বিয়ে দিয়ে দেন, সুবিধাবঞ্চিত বলে অনেক অবহেলা পেতে হয়। পরিবারে লেখাপড়ায় সহযোগীতা করার মতো কেউ নেই ইত্যাদি। সভায় শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সিএমসি সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা সভা:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর শিবাস প্রকল্পের স্পনসরশিপ-এর মাধ্যমে ২৩ জন এসএসসি পরীক্ষার্থীকে নিয়ে একটি দিক-নির্দেশনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক প্রধান শিক্ষক জনাব আবু সাঈদ মিয়া শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা দীর্ঘ দশটি বছর অনেক প্রতিকুল পরিস্থিতি অতিক্রান্ত করে ২০২৩ সালে এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছ। তোমাদের অধ্যবসায় ও আমাদের প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে তোমাদের সফলতা কামনা করি। তবে সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে তোমাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। জীবনে দারিদ্রতা কোনো প্রতিকূলতা নয়, সমস্ত প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়াটা মূখ্য। তোমাদের জীবনের আরো পথ বাকি রয়েছে। এগিয়ে যেতে হবে। প্রত্যাশা করি তোমরা এগিয়ে যাবে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট তোমাদের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন তাদের প্রতি তোমাদের কর্তব্য পালন করবে। তোমাদের আগামী জীবন শুভ, কল্যাণ ও মঙ্গলময় কামনা করি। সব শেষে শিক্ষার্থীদের উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে দিক নির্দেশনা সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম:

এভিনিউ ৫, মিরপুর ১১-এ আনিস মিয়া বস্তি স্থাপনায় প্রাক-প্রাথমিক (শ্রেণি) ঘাসফুল শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্রে ১৫ ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন এবং শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতামূলক শিক্ষা দেওয়া হয়। ই ডক্টরস এর একদল তরুণ শিক্ষানবীশ ডাক্তার জাতীয় শোক দিবসের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি টুথ ব্রাশ ও পেস্ট দেওয়া হয়।

মেডিকেল সাপোর্ট:

কাশফুল শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র, নিউ কুর্মিটোলা বিহারী ক্যাম্প-এর শিক্ষার্থী তানিশা আক্তারকে ৬৫০০ টাকা ও গোলাপ শিশু বান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র, টেকের বাড়ি বস্তি-এর মোহাম্মদ হোসেনকে ৩০০০ টাকা জরুরী মেডিকেল সহায়তা দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা সহায়তা করা হয়েছে। শিক্ষার্থী হোসেনের চিকিৎসা খরচ ব্যয়বহুল হওয়ায় শিক্ষক সিথি তার ডাক্তার বন্ধুর সহযোগীতায় হোসেনের চিকিৎসা করিয়েছেন এবং চিকিৎসা নিয়ে শিক্ষার্থী হোসেন এখণ অনেকটাই সুস্থ। তানিশাও ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে। তানিশা এখন নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছে। উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য প্রকল্পের আলাদা কোনো আপৎকালীন তহবিল নেই। তহবিল সংকটের কারণে আমরা স্বাস্থ্য সেবা ও সহায়তা দিতে পারি নাই। আগামী প্রকল্পে আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাকিডস-এর সাথে মেডিকেল সাপোর্ট বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ডেঙ্গুজ্বর ও এডিস মশা সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট স্কুল কর্ম এলাকায় ডেঙ্গুজ্বর ও নিজেদের বাড়ি ও আঙ্গিনা পরিষ্কার রাখার বিষয়ে আলোচনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে এলাকায় অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অফিস কর্মীসহ প্রতিটি কর্ম এলাকায় র‍্যালি করা হয় এবং ড্রেন ও কেন্দ্রের আশেপাশে ব্লিচিং পাউডার ছিটানো হয়। কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার জন্য এরোসল দেওয়া হয়।

শিক্ষক অরিয়েন্টেশন:

ইউএসপিটির শিক্ষা পদ্বতির নিয়ম-কানুন ও শ্রেণি অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শিখন মান অর্জনে সহায়ক শ্রেণি পরিচালনার নানা কৌশল শিখানোর লক্ষ্যে শিক্ষকগণকে শিবাস শিক্ষক সহায়িকার ওপর একদিনের অরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়েছে। অরিয়েন্টেশন পেয়ে সকল শিক্ষকের শিখন শেখানোর দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

অভিভাবকদের কাছ থেকে স্থানীয় অনুদান:

এফডি-৬ এ উল্লেখিত "স্থানীয় অনুদান" অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ " মাসিক অনুদান" হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই স্থানীয় অনুদান ডাচ-বাংলা ব্যাংকে ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শিবাস প্রকল্পের হিসাব নাম্বার ১৬৪১২০৩৪৮৯-এ জমা দেওয়া হচ্ছে। হিসাব বিভাগ ও প্রোগ্রাম অনুদান সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ করছেন। জানুয়ারি মাসের অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত স্থানীয় অনুদান ট্রাস্টি বোর্ডের UCBL ব্যাংক হিসাবে জমা রয়েছে। এ সংক্রান্ত তথ্য হিসাবের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে।

জানুয়ারি- ডিসেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শিবাস শিক্ষা কেন্দ্র হতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত "স্থানীয় অনুদান" ১,৪৬,৩৫০ টাকা (এক লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার তিনশত পঞ্চাশ টাকা) অনুদান হিসেবে পাওয়া গেছে।

লক্ষ্য মাত্রা: জানু-ডিসেম্বর (টাকায়) FD 6	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	মোট আদায়
১৮০২৮৭	১০২০০	১০১৫০	১২৬০০	১২৮০০	১২৭৫০	১১৯৫০	১২৪০০	১২৭০০	১২০০০	১৩৫৫০	২৩৮৫০	১৪০০	১৪৬৩৫০

ডিসেম্বর ২০২৩ মাসের স্থানীয় অনুদান নভেম্বর ২০২৩ মাসে উক্তোলন করা হয়েছে।

মন্তব্য: প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষার্থী সংখ্যা এফডি ৬ এ প্রদত্ত শিক্ষার্থী সংখ্যা ৩০০-এর চেয়ে বেশি বর্তমান শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৮৯জন হওয়াতে স্থানীয় অনুদান পরিকল্পনানুযায়ী অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া সকল শিক্ষার্থী স্থানীয় অনুদান প্রদানে সক্ষম না হওয়াতে তাদের অনুদান মওকুফ করা হয়। জানুয়ারি-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১,৪৬,৩৫০ টাকা আদায় করা হয়েছে, যার মধ্যে জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দের স্থানীয় অনুদানের ১০,২০০ টাকা ইউসিবিএল-এর ট্রাস্টির এসএনডি হিসাব নাম্বার **০৫০১৩০১০০০০০০০৬৫-এ** জমা রয়েছে এবং

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থানীয় অনুদানের ১৩৬১৫০.০০ টাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংক মিরপুর ১০ সার্কেল শাখার USPT-Shikkha Bandhob Sahayata Prakalpa A/c number 1641200003489 জমা দেয়া হয়েছে।

এফডি-৬:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর শিবাস প্রকল্প ২০২৩-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে শিবাস প্রকল্প ০৩ বছরের জন্য এফডি-৬ অনুমোদন পাওয়া গেছে। নিম্নে প্রকল্প বর্ষ ভিত্তিক অর্থর অনুমোদিত তথ্য দেওয়া হলো:

বিবরণ	প্রকল্প বর্ষ ২০২৩	প্রকল্প বর্ষ ২০২৪	প্রকল্প বর্ষ ২০২৫	মোট
বৈদেশিক অনুদান	৬৩,২৭,৭৭৭	৬৯,৮২,৮১৩	৭৬,২০০২১	২০,৯৩০,৬১১
স্থানীয় অনুদান	১,৮০,২৮৭	২,০৯,৯২৪	২,৩৬,০৪৮	৬,২৬,২৫৯
সর্বমোট বাজেট	৬৫,০৮,০৬৪	৭১,৯২,৭৩৭	৭৮,৫৬,০৬৯	২,১৫,৫৬,৮৭০

আভ্যন্তরিণ ডলার ও টাকায় বাজেট ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ:

তহবিলের উৎস	২০২৩	২০২৩	
	বাংলাদেশী টাকা	ইউএসডি	ইউরো
বাংলাকিডস	৫২,৫৭,৫০০	৫২,৫৭৫	৫২,৬০০
স্থানীয় অনুদান	১৮০,২৮৭	১,৮০৩	১,৮০৩
মোট	৫৪,৩৭,৭৮৭	৫৪,৩৭৮	৫৪.৪০৩
আভ্যন্তরিণ বাজেট	৫৪,৩৭,৭৮৭	৫৪,৩৭৮	৫৪,৩৭৮

আভ্যন্তরিণ বাজেট বাংলাকিডসের নিকট প্রেরণ করা হয় এবং জানুয়ারি মাসে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের স্পন্সরশিপ শিক্ষা সহায়তা সহ সকল খাত অনুযায়ি জানুয়ারি-জুন বর্ষে ইউএসডি ২৮,৬০০ এবং জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩ বর্ষের জন্য ইউএসডি ২৫,৬০০ আর্থিক অনুদান পাওয়া গেছে। বাংলাকিডস-এর কাছে প্রেরিত চাহিদা অনুযায়ি মোট ইউএসডি ৫৪,২০০। বিগত সময়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অর্থের বাংলা টাকায় ৫৬,৬৮,৫১০টাকা। যেহেতু বাংলাকিডস চাহিদা অনুযায়ি প্রাক-প্রাথমিক স্কুলসহ অর্থ প্রেরণ করেছেন তাই আনিস মিয়ার বস্তি স্থাপনায় ২টি প্রাক-প্রাথমিক স্কুল খোলা হয়েছে। ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে এফডি ৬ প্রস্তুত এবং এনজিও ব্যুরো থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। ঐ সময়ের তুলনায় বর্তমানে ডলারের মূল্যমান টাকায় বেশি পাওয়াতে আভ্যন্তরিন বাজেট থেকে অর্থ অতিরিক্ত পাওয়া গিয়েছে। হিসাব বিভাগ থেকে ২০২৩ সালের অতিরিক্ত অর্থ এবং ব্যয়ের হিসাব আপনাদের পরামর্শ ও দিক-নিদেশনার জন্য উপস্থাপন করা হবে।

ভ্যাট ও আয়কর:

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এবং আয়কর ও ভ্যাট কর অঞ্চলের নির্দেশনা মোতাবেক উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর আইডি নাম্বারে (টিন নাম্বার: ২৩৫২৩৩৫৩১১১৯, বিন নাম্বার: ০০৫৫৪৮৯৫২০৪০১) প্রতি মাসে ভ্যাট ও আয়কর জমা দেওয়া এবং হাল-নাগাদ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা প্রতিবেদন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ:

নির্বাহী পরিষদ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেডি এন্ড কোং শিবাস নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শিবাস নিরীক্ষা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের নিরীক্ষা প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন যাচাই সাপেক্ষে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নিরীক্ষা গ্রহণ পত্র পাওয়া গেছে।

শিবাস মাসিক আর্থিক ও প্রোগ্রাম প্রতিবেদন:

নিয়মিত ভাবে শিবাস প্রকল্পের মাসিক প্রোগ্রাম এবং আর্থিক প্রতিবেদন বাংলাকিডস-এর নিকট প্রেরণ করা হয়। জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মাসিক প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে।

প্রকল্প ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ও আর্থিক কর্মসূচি:

নির্বাহী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাস্ট সভায় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সম্মানিত সদস্যদের কাছে পাঠানো ও সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

শিবাস প্রকল্প আভ্যন্তরিন বাজেট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ এবং পরিকল্পনা:

শিবাস প্রকল্প এফডি ৬ অনুযায়ী সহযোগী প্রতিষ্ঠান বাংলাকিডস কভিড ১৯-এর প্রভাব, দেশে দেশে যুদ্ধ বিশ্ব অর্থনৈতিকভাবে সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলা করছে। শিবাস প্রকল্প আভ্যন্তরিন বাজেট ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ এবং বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নিয়ে সহযোগী সংস্থা বাংলাকিডস, নির্বাহী পরিষদ ও কর্মীদের সাথে শেয়ার ও আলোচনা করা হয়েছে। শিবাস আভ্যন্তরিন বাজেট ৬৫,৩১,৩৩০ টাকা।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের কিছু ছবি:

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস এ টিসিএম বাংলাদেশ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের হুডি বিতরণ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সাথে দিক নির্দেশনা সভা ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নারী দিবস উদযাপন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সাথে দিক নির্দেশনা সভা ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নারী দিবস উদযাপন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রশিক্ষক এর কেন্দ্র পরিদর্শন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ও শিক্ষার্থীদের অঙ্কন প্রতিযোগীতা ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

জনাব বাবলী শবনম সহকারি কমিশনার মহোদয় উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট (ইউএসপিটি) অফিস পরিদর্শন-২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

ইসি ও ট্রাস্টি সভা ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

ইসি ও ট্রাস্টি সভা ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

সচেতনতা উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

অপারেশন জেনারেশন এর সহায়তায় গেথশিমানি ব্যাপিষ্ট চার্চ কর্তৃক শিক্ষার্থীদের উপহার প্রদান ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

জাতীয় শোক দিবস উদযাপন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

স্পন্সরশিপ শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

শিক্ষার্থীরা শ্রেণি কক্ষে লেখাপড়া করছে ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

স্পন্সরশিপ শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

শিবাস প্রকল্প পরিদর্শন (অডিটর) ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিজয় দিবস উদযাপন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিজয় দিবস উদযাপন ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের খেলাধূলা ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিজয় দিবসে শিক্ষকগণকে উপহার প্রদান ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিজয় দিবসে সিএমসি সদস্যদের উপহার প্রদান ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের খেলাধূলা ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বার্ষিক সাধারণ সভা ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

কিশোরী ও অভিভাবকদের সচেতনতামূলক শিক্ষা (বাল্য বিবাহ, যৌতুক ও জেন্ডার বৈষম্য)

শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বার্ষিক শিক্ষা সফরে চেয়ার পারসন এর প্রীতি উপহার গ্রহণ

কর্মসূচির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন: এফডি-৬, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

কার্যক্রমের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২৩)	অর্জন (জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২৩)	মন্তব্য
উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে যথাক্রমে শিক্ষার্থী সংখ্যা-৩২০ জন	৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে যথাক্রমে শিক্ষার্থী সংখ্যা-২৮৯ জন	এফডি ৬-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
আনুষ্ঠানিক শিক্ষা (স্পন্সরশিপ শিক্ষার্থী)	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত স্পন্সরশিপ কর্মসূচির আওতায় ২৩০ জন শিক্ষার্থীকে পড়াশুনার খরচ প্রদান করা হবে।	ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে এসএসসি পর্যন্ত স্পন্সরশিপ কর্মসূচির আওতায় ২১২ জন শিক্ষার্থীকে পড়াশুনার খরচ প্রদান করা হয়েছে।	এফডি ৬-এর পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সংখ্যা ২০টি, সদস্য সংখ্যা: ১৪০ জন	কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সংখ্যা ১৮ টি, সদস্য সংখ্যা: ১২৭ জন	শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের রাস্তা, মেরামত এর কাজ চলছিল। তাই ২ টি সভা করা সম্ভব হয়নি।
অভিভাবক সভা	অভিভাবক সভা সংখ্যা: ১২০টি অভিভাবকদের উপস্থিতি ৩৮৪০ জন	অভিভাবক সভা সংখ্যা: ১১৮ টি অভিভাবকদের উপস্থিতি ২৭৪৪ জন	শিক্ষা কেন্দ্রে প্রবে মেরামত এর কাজ ... ২ টি সভা করা সম্ভব হয়নি।
মাসিক শিক্ষক সভা	শিক্ষক সভা ১২টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ১২০ জন (১০×১২=১২০ জন)	শিক্ষক সভা ১১ টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ১১০ জন (১০×১১=১১০ জন)	শিক্ষক সভা এর সময় শিক্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে তাই শিক্ষক সভা করা সম্ভব হয়নি।
শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন	শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ২টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ২০ জন (২×১০=২০ জন)	শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ২টি, শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ১৪ জন	১ টি ওরিয়েন্টেশন হয়েছে নতুন শিক্ষক খাদিজা খানম কে নিয়ে।
শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ	শিক্ষক প্রশিক্ষণ সংখ্যা ১ টি, মোট অংশগ্রহণ ১০ জন।	৬ দিন ব্যাপী শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষকদের অংশগ্রহণ ১১ জন।	একজন বিকল্প শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছে।

শিক্ষা উপকরণের সহায়তা কার্যক্রম	৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে এবং ৩২০ জন শিক্ষার্থীকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা।	৪ টি প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ও ১ টি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে ২৮৯ জন শিক্ষার্থীকে সহায়ক উপকরণ প্রদান করা।	চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
শিক্ষা কেন্দ্র উন্নয়ন / সংস্কার	৫টি শিক্ষা কেন্দ্র	৫টি শিক্ষা কেন্দ্র	প্রয়োজন মাফিক উন্নয়ন/ সংস্কার করা হয়েছে।
স্টাইপেন্ড শিক্ষার্থী	একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রী/অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থী ১৬৬ জন। দাতা-সংস্থার অনুদান ঘাটতির কারণে করা সম্ভব হবেনা।	একাদশ, দ্বাদশ ও ডিগ্রী/অনার্স শ্রেণির শিক্ষার্থী ১৬৬ জন।	- শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও লেখাপড়ার খবরাখবর রাখা হয়েছে।
ডিসি অফিসের সভা:	ডিসি অফিসের সভা পরিকল্পিত ১২ টি।	ডিসি অফিসের ৪ টি সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে। (অনলাইন ও অফলাইন)	ডিসি অফিস কর্তৃক ৪ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
স্থানীয় এনজিও সমন্বয় সভা:	স্থানীয় এনজিও সমন্বয় সভা পরিকল্পিত ৩ টি	ওয়ার্ল্ডভিশন এর মিউসেপ প্রকল্প এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্কুল এর কাপ আপ প্রকল্প কর্তৃক আয়োজিত ২ টি সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণ করা হয়েছে।	লোকবল এর সংখ্যা কম হওয়ায় আহছানিয়া মিশন স্কুল এর একটি সভায় অংশ নেওয়া সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পের অর্জিত ফলাফল:

- কর্ম এলাকায় পিছিয়ে পড়া ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। (প্রকল্পের সামর্থ অনুযায়ী)
- শিবাস শিক্ষা কেন্দ্র থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনি শেষে স্থানীয় মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তি করে এসএসসি পর্যন্ত শিক্ষা সহায়তা দেয়ার ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি সকল শ্রেণি পেশার মানুষের আস্থা অর্জন করেছে।
- কর্ম-এলাকায় সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন, শিশু শ্রম, বাল্য বিবাহ, জেন্ডার বৈষম্য ও কুসংস্কার প্রভৃতি অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।
- কর্ম-এলাকায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারিক ও সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা ও সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে।
- নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবার ও সমাজে অবদান রাখায় তাদের গ্রহণ যোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কর্ম-এলাকার মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী চাকুরী ও ব্যবসা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে ফলে পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

  এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর অনেক শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশপাশি কাজ করছে আবার কেউবা কর্মকে বেছে নিয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে যে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছে সে প্রতিষ্ঠান গুলোর নাম উল্লেখ করা হলো। ড. আতিকস ডেন্টাল ক্লিনিক, আলোক হাসপাতাল লিমিটেড, নাভানা কোম্পানি, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি, ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশ (পার্ট টাইম ফিল্ড কর্মী), কল সেন্টার, বিউটি পার্লার, আজগর আলী হাসপাতাল, মিরপুর শাহআলী শপিং কমপ্লেক্স, বসুন্ধরা শপিং মল মোবাইল ব্যবসা), বিভিন্ন ক্ষুদ্র ব্যবসা, প্রিন্টিং, গাড়ি চালক (ব্যক্তিগত ও কোম্পানি), কম্পিউটার এক্সোসরিজ, বিদেশ গমন, সেলস ম্যান, কম্পিউটার অপারেটর প্রভৃতি ক্ষে পৃষ্ঠা- ২০ অবদান রাখছে।
- শিশুরা স্কুলমুখি হচ্ছে এবং পিছিয়ে পড়া কমিউনিটির মাঝে শিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। ২০১৭-২০২৪ সাল পর্যন্ত পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় পাশকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা নিম্নরূপ:

সাল	পরীক্ষার নাম	পাশকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা	মন্তব্য
২০১৭-২০২৩	পিএসসি	৪৭৬ জন	
২০১৭-২০২৩	জেএসসি	২২১ জন	
২০১৮-২০২৪	এসএসসি	১৪৫জন	
২০২০-২০২৩	এইচএসসি	৫৪ জন	

- উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হচ্ছে। বর্তমানে ১৩ জন মেয়ে এবং ১৪ জন ছেলে মোট ২৭ জন শিক্ষার্থী ডিগ্রী, অনার্স এবং ডিপ্লোমা করছে।

সাল	মেয়ে শিক্ষার্থী	ছেলে শিক্ষার্থী	মন্তব্য
২০২১-২০২৩	১৩ জন	১৪ জন	

- কর্ম-সংস্থান হয়েছে।
  কর্মএলাকায় ১০ জন শিক্ষক উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্টে শিক্ষকতা করছেন। ১০ জন শিক্ষকই নারী। স্কুল সুপারভাইজার ও প্রোগ্রাম অফিসারও নারী কর্মী। এলাকায় স্কুল থাকায় নারীদের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- নারীর শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর প্রতি বৈষম্য হ্রাস ও ক্ষমতায়নে অবদান রাখছে।
- সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- শিক্ষার্থীদের নিজের প্রতিভা বিকশিত করার সুযোগ।
- সৃজনশীল ও মেধা বিকাশে সহায়তা।
- মেয়ে শিশু ও ছেলে শিশুর মধ্যে প্রভেদ হ্রাস পেয়েছে।
- পরিবারে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করা।
- শরীরের প্রতি যত্ন, আচরণিক পরিবর্তন, ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন।
- স্থানীয় সংগঠন, নেতা এবং প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে কর্ম-এলাকায় সংস্থার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে।
- সংস্থার নির্বাহী পরিষদ, সাধারণ পরিষদ এবং শুভাকাংঙ্খিগণ স্বর্ত-স্ফুর্ত এবং সংস্থা বান্ধব।

<u>প্রকল্পের চ্যালেঞ্জসমূহ:</u>

- শিক্ষা সহায়তা হ্রাস এবং টিউশন ফি, পরীক্ষা ফিসহ অন্যান্য ব্যয় এবং শিক্ষা উপকরণের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে পড়াশুনা অব্যাহত রাখার বিষয়ে অভিভাবকদের মধ্যে নেতিবাচক প্রভাব।
- এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহ ও অপারগতা।
- আনুষ্ঠানিক শিক্ষার্থীদের মধ্যে আর্থিক অনাটনের কারণে কর্মজীবনে প্রবেশ এবং শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা রয়েছে।
- কোভিড ১৯-এর কারণে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার গুণগত মান অর্জন ব্যাহত হওয়ার কারণে অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয় ভিত্তিক দূর্বলতা বিদ্যমান।
- এফডি ৬-এ অনুমোদিত বাজেটের অর্থ প্রাপ্ত অনুদান স্বল্পতার কারণে আর্থিকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রমের ফলাফল অর্জন ব্যাহত হচ্ছে।
- বিগত বছরগুলোতে করোনা প্রার্দূভাব ও পরিশেষে বিশ্বব্যাপি মহামারি দেখা দেয়ায় বিশ্বে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য খাতের ওপর চরম বির্পযয় নেমে এসেছে, তেমনি খাদ্য উৎপাদন ও বিপণনে চরম সংকট তৈরি হওয়ায় বিশ্ব আর্থিক মন্দার সম্মূখীন হয়েছে।
- বিশ্বের দেশে দেশে আভ্যন্তরিণ সংঘাত ও যুদ্ধ এবং সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি যা জীবনের মৌলিক চাহিদার তুলনায় অত্যাধিক, যার ফলে পৃথিবী এক চরম সংঘাতময়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।
- রাজনৈতিক অস্থিরতা, নানান হতাশা মানুষের মধ্যে সহনশীলতা ও সহিষ্ণুতা হ্রাস পাচ্ছে। কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির কারণে স্থানীয় অনুদানের ওপর প্রভাব পড়ছে।
- এফডি -৬ ও আভ্যন্তরিণ বাজেট বরাদ্ধের চেয়ে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী অর্জন ব্যাহত হচ্ছে।
- আর্থিক সংকটের কারণে ইলেকট্রনিক সামগ্রী রিপ্লেসমেন্ট করা যাচ্ছে না বিধায় কাজে সমস্যা হচ্ছে।
- প্রয়োজনীয় বাজেট স্বল্পতার কারণে শিক্ষক ও কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে "প্রয়োজন সংখ্যক দিন" পর্যন্ত দক্ষতা বৃদ্ধি-মূলক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে না।
- এসএসসি পরীক্ষা পাশের পর আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পড়াশুনা অব্যাহত না রেখে মা বাবা মেয়ে শিক্ষার্থীদের বিয়ে দিয়ে দেন এবং ছেলে শিক্ষার্থীরা কাজে যোগাদান করে যা তাদের স্বপ্ন পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।
- এনজিও ব্যুরো থেকে প্রতি বছর প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের জন্য জেলা প্রসাশক মহোদয়ের কার্যালয় থেকে 'প্রকল্প তদন্ত' শেষে অন-লাইনে প্রত্যয়নপত্র দেওয়া হয়। অনলাইনে আবেদন এর পর তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রকল্প পরিদর্শনে বিলম্ব ঘটায় পরবর্তী অর্থ ছাড় বিলম্ব ঘটে।
- জীবন যাত্রার ব্যয় এবং শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে পিতামাতা ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় অনাগ্রহী হয়ে পড়ছে।
- শিক্ষায় বিদেশি অনুদান হ্রাস পাওয়া।
- বাজারদর অনুপাতে বেতন ও সম্মানী ভাতা কম এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি না থাকা।
- সরকারি কার্যক্রম বেশিরভাগ অনলাইনে সম্পাদিত হয় বিধায় বিরাম্বনায় পড়তে হয়।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
- শিক্ষার্থীদের পুষ্টির অভাব।

<u>উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর শিবাস প্রকল্প কর্মক্ষেত্রের পরিবার:</u>

- নির্বাহী পরিচালক - ০১ জন
- ফিন্যান্স এইচআর এডমিন এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজার - ০১ জন
- ফিন্যান্স কাম এডমিন অফিসার - ০১ জন
- প্রোগ্রাম অফিসার - ০১ জন
- স্কুল সুপারভাইজার - ০১ জন
- শিক্ষক - ১০ জন
- অফিস সার্পোট স্টাফ - ০১ জন

উপসংহার:

উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট-এর শিবাস প্রকল্প উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্পনসরশিপ শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম-এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক বড় ভূমিকা রাখছে এবং আগামীতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিবাস প্রকল্পে নির্বাহী পরিষদ-এর সম্মানিত সদস্যগণ এবং উপদেষ্টাগণ বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ, দিক-নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত এবং পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম বৃদ্ধি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন যা সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বিনয়ের সাথে আশা করি আগামীতেও তা অব্যাহত রাখবেন।

সকল শিক্ষক, সিএমসি কমিটি, অভিভাবক এবং এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিসহ এলাকাবাসি ও সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এ প্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করে এগিয়ে নেওয়ার জন্য। আশা করি আগামীতেও এ সহযোগীতা অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী:	প্রতিবেদন সম্পাদনায়	অনুমোদনকারী
----------	----------	----------
আছমা আক্তার	শুভ্র দাংগ	যাকোব বাড়ৈ
প্রোগ্রাম অফিসার	ফিন্যান্স,এইচআর,এডমিন এন্ড	নির্বাহী পরিচালক
উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট	ইনফো. ম্যানেজার	উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট
	উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট	

তথ্য সরবরাহ

রোকসানা আলম
স্কুল সুপারভাইজার
উন্নয়ন ও শিক্ষা প্রসার ট্রাস্ট